যায়যায়দিন

তারিখ 14 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

যায়যায়দিন
১৪ জানুয়ারি ২০০৯ বুধবার

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাড়তি বেতন-চার্জ ধার্যের হিড়িক

এম মামুন হোসেন

শিক্ষার্থীদের নতুন ক্লাসে ভর্তির বিষয়কে সামনে রেখে রাজধানীসহ সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাড়তি বেতন ও বিভিন্ন চার্জ ধার্যের হিড়িক পড়েছে। এ কারণে অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। নিজ প্রতিষ্ঠানে পরবর্তী ক্লাসে প্রমোশন পেয়ে ভর্তি হওয়ার সময় অনেক স্কুল এবার ছিগুণেরও বেশি চার্জ ধার্য করেছে, যা অভিভাবকদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উন্নয়ন ফি, সেশন ফি, দালান ফি, আসবাবপত্র, বিদ্যুৎ, ক্রীড়া, কম্পিউটার, ল্যাবরেটরি, ম্যাগাজিন ও বেতনসহ নানা নামে আদায় করা হচ্ছে ছাত্রপ্রতি হাজার হাজার টাকা। জানা গেছে, রাজধানীর ভিকারুননিসা নুন স্কুল, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ অনেক স্কুলেই বেতন ও সেশন ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি পিছিয়ে নেই পাড়া-মহল্লার অখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলো। এ প্রতিযোগিতায় বাংলা মাধ্যমের বিখ্যাত স্কুল, ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল, কিন্ডারগার্টেন ও প্রি-ক্যাডেটগুলো সমানভাবে এগিয়ে রয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তি খাতকে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে। এছাড়া ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে নিট ভর্তি শতভাগে উন্নীত করা এবং ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। বর্তমান সরকারের এ খাতকে গুরুত্ব দেয়ার পরও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিষ্ঠানগুলোর খামখেয়ালিপনার মাধ্যমে ছিগুণেরও বেশি চার্জ ধার্য করায় অভিভাবকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে অনেক অভিভাবকই পত্রিকা অফিসে ফোন করে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক সিনিয়র শিক্ষক বলেন, সেশন ফি বাড়ানো হলেও বেতন বৃদ্ধি করা হয়নি। প্রতি বছরই খরচ বৃদ্ধির কারণে সেশন ফি বাড়ানো হয়।

অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে সরেজমিন খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত বছর অষ্টম শ্রেণীর সেশন ফি ছিল সাড়ে তিন হাজার টাকা, এবার তা পাঁচ হাজার টাকা করা হয়েছে। বেতন তিনশ টাকার স্থলে করা হয়েছে চারশ টাকা। এ চিত্র কেবল ঢাকার নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নয়, ঢাকার আশপাশের সব স্কুলেই এ বছর একই চিত্র দেখা গেছে। পুরনো ঢাকার নিম্নমানের উচ্চ বিদ্যালয়, আজিজিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, সেন্ট গ্রেগরি ও সেন্ট ফ্রান্সিস গালর্স স্কুলেও বেতন ও সেশন ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে। রাজধানীর নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না হলেও তুরাগ থানার বাউনিয়া আবদুল জলিল উচ্চ বিদ্যালয়ে বেতন ও সেশন ফি দ্বিগুণ বাড়ানো হয়েছে বলে এক ছাত্রের বাবা কামরুল ইসলাম জানান। তিনি আরো জানান, এমনিতেই স্বল্প বেতনে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে, তার ওপর সন্তানদের পড়াশোনার খরচ আরেক ধাপ বাড়লো। সরকার শিক্ষাকে সর্বস্তরে নিয়ে আসতে চাইলেও কিছু মুনাফালোভী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা অর্জনকে উচ্চবিত্তের পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষা ও অডিট অধিদপ্তর (ডিআইএ) প্রতি বছরই এ সংক্রান্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অডিট করে থাকেন। মন্ত্রণালয় থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এ চিত্রের কোনো পরিবর্তন হয় না বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্কুল শাখার এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এ অভিযোগ স্বীকার করে বলেন, প্রতিটি স্কুলে গিয়ে মন্ত্রণালয়ের পক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মনিটরিং করা সম্ভব হয় না। তবে কয়েকটি অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা গেলে নিয়মবহির্ভূত চার্জ ধার্য করার মাত্রা কমে আসবে বলে তিনি মনে করেন।